আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যাঃ ৪৪ । ডিসেম্বর ৩য় সপ্তাহ , ২০২০ ঈসায়ী

mPx

গেলো ৩০ বছরে ১ লক্ষ নিরস্ত্র কাশ্মীরিকে হত্যা, মানবাধিকার দিবসে কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের প্রতিবেদন | 1

উইঘুর নির্যাতনে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হুয়াওয়ের, চরম ডি-হিউম্যানাইজিং- বলছেন বিশ্লেষকেরা | 1

ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে যাচ্ছে মরক্কো, ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাহরাইন আমিরাতের অংশগ্রহণ | 2

আসাম রাজ্যসভায় সরকারি মাদরাসা বন্ধে প্রস্তাবিত বিল অনুমোদন, এবার কুতুব মিনারের ভূমি মন্দিরের বলে দাবি হিন্দুদের | 3

ফ্রান্সে ধর্মীয় শিক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ সংক্রান্ত বিল অনুমোদন, আল্লাহ রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন- মন্তব্য ফরাসি মন্ত্রীর | 4

আফগানিস্তানে তুর্কী সেনাদের মিশন আরো ১৮ মাস বাড়ানোর প্রস্তাব এরদোয়ান সরকারের | 5

পাকিস্তানে টিটিপির পৃথক দুই অভিযানে ১ রেঞ্জার্স কর্মকর্তাসহ নিহত ২ | 6

সিরিয়ায় মুজাহিদিনের হামলায় কোণঠাসা আসাদ বাহিনী, বেশ কিছু বন্দী মুজাহিদের মুক্তি | 6

মালিতে বোমা হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত | 7

সোমালিয়ায় আল-কায়দার অর্ধশতাধিক হামলা, ২ মন্ত্রীসহ নিহত ৪০ | 8

আফগানিস্তানে তালেবানের শতাধিক হামলা, নিহত ৪ শতাধিক শত্রুসেনা, তুনকরে তিনশত কাবুল সৈন্যের আত্মসমর্পণ | 8

কাশ্মীর

গেলো ৩০ বছরে ১ লক্ষ নিরস্ত্র কাশ্মীরিকে হত্যা, মানবাধিকার দিবসে কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের প্রতিবেদন

গেলো ৩০ বছরে প্রায় ১ লক্ষ নিরস্ত্র কাশ্মীরিকে হত্যা করেছে ভারতীয় বাহিনী। ১০ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে আসে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ৭ হাজারেরও বেশি কাশ্মীরিকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে গুলি করে মারা হয়েছে। অন্তত ত্রিশ হাজার মুসলিম নারী ধর্ষিত হয়েছেন।

ধর্মীয় ও বাক স্বাধীনতাসহ কাশ্মীরিদের সবধরনের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে এসব আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বললে গুম করে করা হয়েছে ভয়াবহ নির্যাতন।

১৯৪৮ সালে দেশ ভাগের পর হতেই অমীমাংসিত রয়ে গেছে কাশ্মীর সমস্যা। কাশ্মীরি জনগণের মতামত উপেক্ষা করে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে হিন্দুত্ববাদী শাসন।

চীন

উইঘুর নির্যাতনে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হুয়াওয়ের, চরম ডি-হিউম্যানাইজিং- বলছেন বিশ্লেষকেরা

এবার উইঘুর মুসলিমদের নিপীড়নে নতুন কৌশলে মাঠে নেমেছে চীন। ব্যক্তিগত তথ্যে নজরদারি ও প্রত্যেক উইঘুর মুসলিমকে এককভাবে সনাক্তকরণে উদ্ভাবন করা হয়েছে নতুন প্রযুক্তি।

জানা গেছে, উইঘুরদের শনাক্ত করার নতুন এ ডিভাইস এনেছে চীনের তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়ে।

নতুন এই প্রযুক্তি উইঘুরদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আরো কঠোর রেস্ট্রিকশন আরোপে সহায়ক হবে। চীনের এহেন পদক্ষেপকে চরম ডি-হিউম্যানাইজিং বলছেন বিশ্লেষকেরা।

ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে যাচ্ছে মরক্কো, ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাহরাইন আমিরাতের অংশগ্রহণ

বিশ্ব সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক কার্যক্রম স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে মরক্কো। ডোনাল্ড ট্রাম্প এক টুইটে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের বিষয়ে মরক্কোর সম্মতির কথা নিশ্চিত করে।বিনিময়ে পশ্চিম সাহারা অঞ্চল নিয়ে মরক্কোর দাবিকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয় ট্রাম্প। এক দশক ধরে ওই অঞ্চলের দখল নিয়ে আলজেরিয়া সমর্থিত পোলিসারিও ফ্রন্টের সাথে দ্বন্দ্ব চলছে দেশটির।এ নিয়ে গেলো চার মাসে ৪ আরব দেশ ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করলো।

এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেছে, ‘আরেকটি যুগান্তকারী অর্জন হলো। আমাদের দুই বন্ধু ইসরায়েল এবং কিংডম অব মরক্কো পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে এ এক বিশাল অগ্রগতি।’এক বিবৃতিতে মরক্কোর বাদশাহ ষষ্ঠ মুহাম্মদ, ট্রাম্পের টুইটের সত্যতা নিশ্চিত করে। জানায়, এ বিষয়ে ট্রাম্পের সাথে তার ফোনালাপ হয়েছে।দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে, আখ্যা দেয় ঐতিহাসিক হিসেবে।মরক্কোর এ ঘোষণায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ফিলিস্তিনি সরকার। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন পিএলওর নির্বাহী কমিটি সদস্য বাসাম আস-সালহি বলেন, ‘ইসরায়েলের সাথে কোনো আরব রাষ্ট্রের সম্পর্ক অগ্রহণযোগ্য। এটি ইসরায়েলি আগ্রাসন বৃদ্ধিকে সমর্থন দেয়া এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে অস্বীকার করার নামান্তর।’হামাস মুখপাত্র হাজেম কাসেম বলেন, ‘এটি অন্যায়। সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রত্যেকটি চুক্তি ইসরায়েলি আগ্রাসনের সহায়ক হবে। বিপরীতে ফিকে হবে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার প্রশ্ন’।

এদিকে ইহুদিদের হানুক্কাহ উৎসবে যোগ দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের নাগরিকরা। জেরুসালেমের ওয়েস্টার্ন ওয়ালে ইহুদিদের সাথে মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবে অংশ নেয় ওই দুই দেশের মুসলিমরা।বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিম জানায়, ১৫ই ডিসেম্বর ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেইজে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়। ভিডিওতে ঐতিহ্যবাহী উপসাগরীয় ড্রেস পরে মুসলিমদের হানুক্কাহ উদযাপন করতে দেখা যায়। ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘দুদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ফলে প্রথমবারের মতো আরব আমিরাত ও বাহরাইনের পর্যটকরা ইসরায়েলে হানুক্কাহ উদযাপন করছে’

উৎসবে ইসরায়েলের প্রধান ধর্মীয় নেতা ও সেনা অফিসারের সাথে আমিরাত ও বাবরাইনের একজন করে কূটনৈতিক প্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করে।

ভারত

আসাম রাজ্যসভায় সরকারি মাদরাসা বন্ধে প্রস্তাবিত বিল অনুমোদন, এবার কুতুব মিনারের ভূমি মন্দিরের বলে দাবি হিন্দুদের

আসামে সরকার পরিচালিত মাদ্রাসা ও সংস্কৃত টোল বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। শীতকালীন অধিবেশনেই এ ব্যাপারে বিধানসভায় বিল পেশ করা হবে। আসামের পরিষদীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি ওই তথ্য জানিয়েছে।

চন্দ্রমোহন পাটওয়ারি জানায়, শীতকালীন অধিবেশনে মাদ্রাসা ও সংস্কৃত টোল সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন বাতিল করা মর্মে একটি বিল উত্থাপন করা হবে।

সম্প্রতি আসামের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা রাজ্যের সরকারি মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে জোর তদবির চালিয়ে আসছে। রাজ্যের ৬১০টি সরকারি মাদরাসাকে স্কুলে রূপান্তরের ঘোষণা দেয় বিশ্বশর্মা। মন্ত্রীর ওই ঘোষণা অনুযায়ী এবার তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার।

এদিকে রাজ্যের বরাক উপত্যকায় জয় শ্রীরাম বলে হামলা চালিয়ে মুসলিমদের বেশকিছু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। আসামের স্থানীয় গণমাধ্যম বিবি নিউজ হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে।এবার দিল্লির কুতুব মিনারের ভূমিকে মন্দিরের জায়গা বলে দাবি করেছে উগ্র হিন্দুরা।

মধ্যযুগের ধ্রুব স্তম্ভ নামক মন্দির ভেঙে নির্মাণ করা হয়েছে কুতুব মিনার- এমনটাই দাবি তাদের। এমনকি এই মর্মে রাজ্যের সাকেত জেলা আদালতে ইতোমধ্যে একটি রিটও করা হয়েছে। রিটে কুতুব মিনারকে পূজা-আর্চার জন্য খাস করে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

বাবরি মাসজিদের ভূমিতে রাম মন্দির নির্মাণে আদালতের রায় পাওয়ায় দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে উগ্র হিন্দুরা। একের পর এক মাসজিদ ও মুসলিম স্থাপনাকে মন্দিরের জায়গা দাবি করে আদালতে মামলা ঠুকে দিচ্ছে। হয়রানি করা হচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলিমদের।
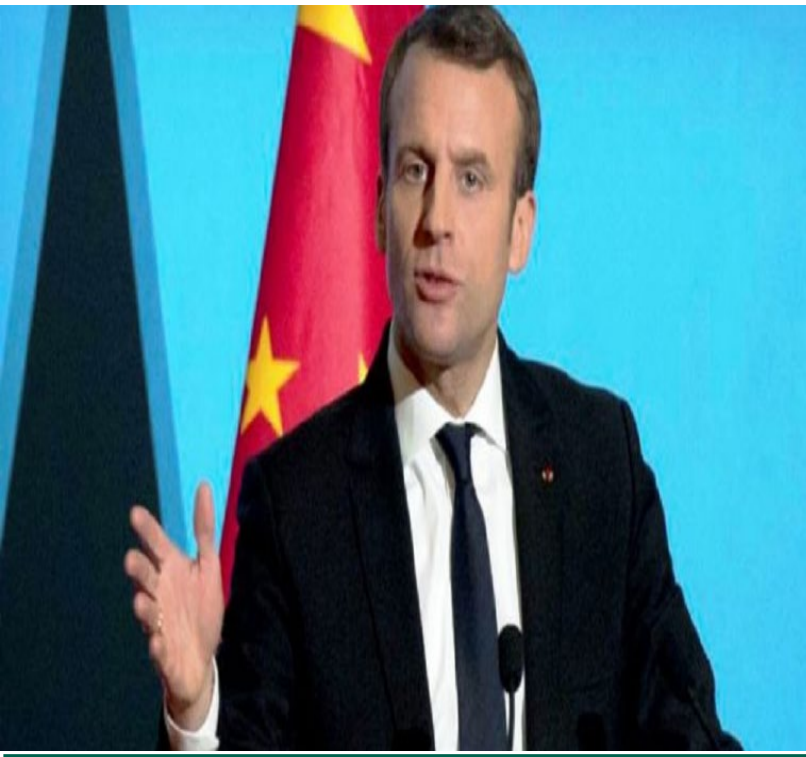
ফ্রান্সে ধর্মীয় শিক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ সংক্রান্ত বিল অনুমোদন, আল্লাহ রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন- মন্তব্য ফরাসি মন্ত্রীর

মুসলিম দেশগুলোর আপত্তি তোয়াক্কা না করেই বিতর্কিত এক বিল অনুমোদন দিলো ফরাসি মন্ত্রিসভা।

অনুমোদিত বিলে ঘরোয়া পরিবেশে মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষায় নজরদারি ও কড়াকড়ি আরোপের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। নতুন বছরের শুরুতেই বিলটি পার্লামেন্টে তোলা হবে।

ম্যাখোঁ সরকারের দাবি, উগ্রবাদ দমনেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।বিলের ব্যাপারে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জ্য ক্যাসটেক্সের মন্তব্য, ‘এ বিল কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। এটি মুক্তি ও সুরক্ষার সনদ। ধর্মীয় গোড়ামি রুখে দিতেই এই বিল পাশের প্রয়োজন বোধ করছি’|

বিতর্কিত এই আইনে শিশুদের মূলধারার পাঠদানের বাইরে ঘরোয়া পরিসরে ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নজরদারির বিধান রাখা হয়েছে।

বাইরে ঘরোয়া পরিসরে ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নজরদারির বিধান রাখা হয়েছে।

জ্য ক্যাসটেক্স আরো বলেছে, ‘কট্টর ইসলামপন্থার মতো বিপজ্জনক মূল্যবোধ ঠেকাতেই এই আইন। এ মূল্যবোধের লক্ষ্যই হলো মানুষের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করে সমাজে হিংসা ও সহিংসতা ছড়ানো। এটাকেই আমরা বলছি বিচ্ছিন্নতাবাদ। একটি গোষ্ঠি পরিকল্পিতভাবে দেশের আইনের ওপরে ধর্মীয় মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করছে।’

হিসেব মতে, ফ্রান্সে বর্তমানে ৫৭ লাখের বেশি মুসলিমের বাস; যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ ভাগ। প্রস্তাবিত বিলটি পাশ হলে এই বিশাল সংখ্যক মুসলিম কমিউনিটি বাড়িতে সবধরনের ইসলামি কিতাবাদী ও পড়াশোনার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে পারেন।

প্যারিস মুসলিম এসোসিয়েশনের মহাসচিব নাজাত বেন আলি বলেন, 'মুসলিমদেরকে আলাদা নজরে দেখা হচ্ছে। মূলত কিছু রাজনীতিকের সমস্যা খোদ ইসলামকে নিয়েই। ইসলামভীতি ছড়ানোই তাদের আসল ব্যবসা'।

বাকস্বাধীনতার ধব্জাধারী ফ্রান্স অপরাপর মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় আঘাত হেনে যাচ্ছে। এমনকি কথিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোও এহেন বিলের ব্যাপারে কোনো কথা বলছে না

এদিকে ফরাসি মন্ত্রী জেরাল্ড ডারমেনিন এক সাক্ষাৎকারে আল্লাহ তা'য়ালার চেয়ে রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ বলে মন্তব্য করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

ফ্রান্স ইনফোকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ডারমেনিন বলেছে: 'মুসলিমরা চাইলে একইসাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারে এবং দেশকেও ভালোবাসতে পারে, তবে আল্লাহ দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন।

আফগানিস্তানে তুর্কী সেনাদের মিশন আরো ১৮ মাস বাড়ানোর প্রস্তাব এরদোয়ান সরকারের

ন্যাটো-জোটের অধীনে আফগানিস্তানে তুর্কী সেনাদের মিশন আরো ১৮ মাস বাড়ানোর ব্যাপারে প্রস্তাব তোলা হয়েছে সেক্যুলার তুর্কী প্রজাতন্ত্রের সংসদে।

তুরষ্কের সংবাদমাধ্যম দৈনিক সাবাহ্ এর বরাতে জানায়, সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে এই প্রস্তাবের ব্যাপারে হ্যাঁ-না মতামত গ্রহণ করা হবে।

ক্রুসেডার ন্যাটো জোটকে লজিস্টিক সাপোর্ট, মুরতাদ কাবুল সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ফ্রন্টে সম্মুখ লড়াইয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তালেবানকে পরাস্ত করতে একজোট হয়ে কাজ করছে এরদোয়ানের তুরষ্ক।

বর্তমানে তুর্কি বাহিনী রাজধানী ও ময়দানে-ওয়ার্দাক প্রদেশে কাবুল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়াসহ মুরতাদ রেজিমের কায়েমি স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে।

সাবাহ নিউজ আরো জানায়, সম্প্রতি নতুন কৌশলের অংশ হিসেবে সম্মুখ লড়াই থেকে সরে এসে কাবুল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ, ফান্ডিং এবং লজিস্টিক সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে জোর দিচ্ছে তুর্কী প্রশাসন।

২০০৩ সাল থেকে ন্যাটো জোটের অধীনে আফগানিস্তান-সোমালিয়া-মালিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে তুর্কী রেজিম। মুখে ইসলামের কথা বললেও আড়ালে থেকে দাজ্জালি এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে কথিত এই উসমানীয় সুলতান।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে টিটিপির পৃথক দুই অভিযানে ১ রেঞ্জার্স কর্মকর্তাসহ নিহত ২

গেলো সপ্তাহে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান দেশটিতে দুইটি পৃথক হামলা চালিয়েছে।

এর মধ্যে খায়বার পাখতুর কোহাত জেলায় মুরতাদ বাহিনীর এক সিটিডি কর্মকর্তাকে টার্গেট করে চালানো গুলিতে ঘটনাস্থলেই ওই কর্মকর্তা নিহত হয়। টিটিপি মুখপাত্র এক টুইট বার্তায় হামলার দায় স্বীকার করেন।

করাচি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ডিউটিতে থাকা রেঞ্জার্স কর্মীদের টার্গেট করে টিটিপি তাদের ২য় হামলাটি চালায়। এসময় মুজাহিদিনের ছোড়া গ্রেনেড বোমায় ঘটনাস্থলেই ৯ রেঞ্জার্স কর্মকর্তা নিহত হয়। এছাড়াও আহত হয় আরো ২ সৈন্য।

সিরিয়ায় মুজাহিদিনের হামলায় কোণঠাসা আসাদ সিরিয়া, বেশ কিছু বন্দী মুজাহিদের মুক্তি

সিরিয়ায় আসাদ বাহিনীর অবস্থান টার্গেট করে পৃথক ৪টি হামলা চালিয়েছে আনসারুত তাওহিদ ও আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদিন।

এর মধ্যে দারুল কাবির সীমান্তে নুসাইরী বাহিনীকে টার্গেট করে আনসারুত তাওহিদ মুজাহিদদের চালানো হামলায় ঘটনাস্থলেই ২ সৈন্য নিহত হয়। আহত হয়েছে শত্রুপক্ষের আরো বেশ কয়েকজন। নিহতরা আসাদ বাহিনীর স্নাইপার স্কোয়াডের সদস্য।

অপরদিকে সাহলুল ঘাব ও হামা সিটির পৃথক ৩টি অবস্থানে নুসাইরি শিয়াদের টার্গেট করে কয়েক দফা হামলা চালায় আনসার আল-ইসলাম মুজাহিদিন। অভিযানে মুজাহিদগণ ভারী b9 অস্ত্র ও আর্টেলারী ব্যবহার করেন। এতে শত্রুপক্ষের বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়।

এর আগে একটি বন্দী বিনিময় চুক্তিতে বেশ কয়েকজন বন্দিকে মুক্ত করেন মুজাহিদিন।

সিরিয়া

মালিতে বোমা হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজিহিদিন সোমালিয়া জুড়ে অর্ধশতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন।

সপ্তাহব্যাপী পরিচালিত এসবের ৯ হামলায়ই ২ মন্ত্রী ও ৭ কমান্ডারসহ অন্তত ৪০ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৩০। এসময় হামলায় শত্রুপক্ষের ডজনখানেক সামরিকযান ধ্বংস হয়। এসব অভিযানের ফলে মুজাহিদরা একটি অঞ্চল বিজয়সহ বিপুল পরিমাণে অর্থকড়ি ও যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি ৪০ হামলায় শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনো জানা যায়নি।দেশটির সানাজ রাজ্যে মাদক ও মদ বাণিজ্য বন্ধে চালানো মুজাহিদদের অপর এক অভিযানে ৬ অভিযুক্ত ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়। পরে মাদক ব্যবসার আখড়াটি গুড়িয়ে দেন মুজাহিদিন।

এদিকে জাদুকর ও এক মুরতাদ সৈন্যের উপর ইসলামি আদালতের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করেছেন মুজাহিদিন। ২০ বছর ধরে জাদুটোনার কাজ করে আসছিল দণ্ডপ্রাপ্ত জাদুকর। দণ্ডপ্রাপ্ত অপর আসামি সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীতে চাকুরি করে। বিভিন্ন সময় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে হামলায় অংশ নেয়। হারকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে জনসম্মুখে দণ্ডপ্রাপ্ত দুই অপরাধীর উপর হদ কায়েম করা হয়।

এদিকে সোমালিয়ার পার্শ্ববর্তী কেনিয়ায়ও বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছেন হারকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এরমধ্যে দেশটির জারিসা রাজ্যে পরিচালিত হামলাটি ছিল তীব্রমাত্রার। সদাহজুসো অঞ্চলে চালানো হয় হামলাটি। এসময় দুপক্ষে তীব্র লড়াই হয়। পরে মুজাহিদদের শক্তিমত্তায় পরাস্ত হয়ে শত্রুপক্ষ অঞ্চলটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই অভিযানের ফলে নতুন এক অঞ্চল মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রণে আসে।

পশ্চিম আফ্রিকা

সোমালিয়ায় আল-কায়দার অর্ধশতাধিক হামলা, ২ মন্ত্রীসহ নিহত ৪০

গেলো সপ্তাহে মধ্য মালিতে মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযান লক্ষ্যকরে একটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। ১৫ই ডিসেম্বর এই হামলা চালানো হয়।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখাজামা'আতনুসরাতুলইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এই হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানে তালেবানের শতাধিক হামলা, নিহত ৪ শতাধিক শত্রুসেনা, নতুনকরে তিনশত কাবুল সৈন্যের

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় আফগানিস্তান জুড়ে শতাধিক অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন।

এসব হামলায় কাবুল বাহিনীর অন্ততপক্ষে ৪শ সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো সাড়ে তিন শত। এছাড়াও মুজাহিদদের হাতে অর্ধশত মুরতাদ সৈন্য বন্দী হয়েছে।

এসব হামলায় কাবুল বাহিনীর ৪১টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিকযান ধ্বংস হয়। অভিযানের ফলে ১ জেলা, ১৯ সামরিক ঘাঁটি ও ৪৩ চেকপোস্ট ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে। এছাড়াও ২৬টি ট্যাঙ্কসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন তালেবান মুজাহিদ।

অপরদিকে গেলো সপ্তাহেও কাবুল বাহিনীর তালেবানে যোগদান অব্যাহত ছিল। নতুনকরে প্রায় তিনশত সেনা ও পুলিশ সদস্য মুজাহিদিনের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। ইমারতে ইসলামিয়ার এক অফিশল বিবৃতিতে জানানো হয়, চলতি বছর শুধু নভেম্বরেই দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ১৬৫৭ কাবুল সৈন্য তালেবানে যোগদান করেছেন। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, যোগ দেওয়া এসব সৈন্যরা সাথে থাকা অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিগত উপকরণগুলো মুজাহিদিনের হাতে অর্পণ করেন।